দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 10 JUL 1998
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নূতন সময়সূচী ॥ অর্ধেক শিক্ষার্থীও স্কুলে যায় না

দাউদকান্দি সংবাদদাতা ॥ সরকারের নূতন নিয়ম অনুযায়ী দেশের সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাপ্তাহিক ছুটি একইদিন হওয়ায় এবং মধ্যাহ্ন বিরতিসহ স্কুলের সময় সকাল ১০টা হইতে ৪ টা হওয়ায় মফস্বলের অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি ব্যাপকহারে হ্রাস পাইয়াছে। নূতন নীতিমালা চালু হওয়ার পূর্বে বড় বড় বাজারে অবস্থিত বিদ্যালয়গুলির ম্যানেজিং কমিটি হাটের দিনে বিদ্যালয়ের সাপ্তাহিক ছুটি রাখিত এবং মধ্যাহ্ন বিরতির সময় ছাত্র-ছাত্রীরা যাহাতে স্কুল পালাইতে না পারে সে জন্য সকাল ৮টা হইতে ২টা পর্যন্ত স্কুল টাইমিং করা হইত।

বর্তমান নীতিমালা অনুযায়ী

(৬ষ্ঠ পৃঃ দ্রঃ)

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নূতন

(৩য় পৃঃ পর)

মধ্যাহ্ন বিরতি চালু হওয়ায় অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীই মধ্যাহ্ন বিরতির পর আর স্কুলে ফিরিয়া আসে না এবং বড় বড় বাজারে অবস্থিত বিদ্যালয়গুলিতে হাটের দিন (সপ্তাহে একদিন) শতকরা ২০/২৫ জন ছাত্র-ছাত্রীও হাজির হয় না।

দাউদকান্দি হোমনা, চান্দিনা, মুরাদনগর ও দেবীদ্বার থানাসহ বিভিন্ন থানার বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকগণ জানান, স্কুলপালানে ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে জরিমানা আদায় করিয়া বা শারীরিক শাস্তি দিয়াও স্কুল পালানো রোধ করা সম্ভব হইতেছে না।

বর্তমান স্কুল টাইমিং পদ্ধতি প্রাইভেট টিউটরদের জন্য খুবই সুবিধাজনক হইয়াছে বলিয়া অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি মন্তব্য করিয়াছে। তাহাদের বক্তব্য, সকাল ১০টায় শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ে পৌছার পূর্বেই অন্তত: ৩/৪ ব্যাচ ছাত্র-ছাত্রী প্রাইভেট পড়াইয়া ক্লান্ত দেহ নিয়া বিদ্যালয়ে উপস্থিত হন। ফলে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া করাণোর ব্যাপারে মনযোগী হইতে পারেন না। সকাল ৮টা হইতে বিদ্যালয়ে ক্লাশ শুরু হইলে সকাল বেলায় শিক্ষকগণ প্রাইভেট পড়ানোর সুযোগ পান না। তাই বিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের অধিক সুবিধা হয়।

বর্তমান টাইমিং পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকদের বক্তব্যও অনেকটা একই রকম। শিক্ষকগণের দাবী হইল সরকারী অফিস আদালতে সাপ্তাহিক ছুটি দুইদিন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ছুটি এক দিন করার পরেও সপ্তাহে একদিন অর্ধ দিবস ছুটির বিধান বন্ধ করার কোন যৌক্তিকতা নাই। বৃটিশ আমল হইতেই অর্ধদিবস ছুটি ছিল এবং এখনও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বৃহস্পতিবার অর্ধ দিবস ছুটির বিধান রহিয়াছে। অথচ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে এই বিধান রহিত করা হয়।